আজকের কাগজ

তারিখ ... 19 JUL 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ৩ ...

১১৪

নকলের সহযোগী সন্ত্রাস

সম্প্রতি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরীক্ষায় নকল এবং দুর্নীতির প্রসার অব্যাহত থাকলেও শিক্ষক সমাজ এর প্রতিরোধে কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের দাপটে তারা একান্ত অসহায় ও নিরুপায়। ফলে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো স্তরেই শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এ প্রতিক্রিয়া আমাদের সমাজের এক ভয়াবহ চিত্রকেই তুলে ধরেছে; একদিকে সকল মহল থেকেই শিক্ষাকে যখন জাতির মেরুদন্ড হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তখন বিরাজমান এ অবস্থা যেন ঐ প্রচার-প্রচারণাকে নিছক এক বাগাড়ম্বরে পরিণত করেছে। কারণ শিক্ষকরা যা বলেছেন তা বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই তারা বলেছেন। এর প্রমাণ রয়েছে সাম্প্রতিককালের পত্র-পত্রিকাসমূহে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সামান্য সময়ের ব্যবধানে যে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো তাতে প্রায়ই প্রাপ্ত খবরাখবরে দেখা গেছে যে, নকল ধরার জন্যে শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন কিংবা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হয়েছে। এ পরিস্থিতির এখন এতটাই অবনতি হয়েছে যে, শিক্ষকরা এখন দাবি করছেন নকলবাজ ও সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিগৃহীত ও আহত শিক্ষকদের সরকারি খরচে চিকিৎসার জন্যে।

শিক্ষকদের এ দাবিকে সঙ্গতই বলতে হয়। কারণ প্রচলিত আইনের বাইরেও দেশে এখন বিশেষ আইন রয়েছে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনগুলো এখনও সন্ত্রাসীদের দখলেই রয়ে গেছে। এরাই এখন শিক্ষায় নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। নকলবাজীকে যেন এই সন্ত্রাসীরা বৈধ দান ব্যবস্থার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়, পরীক্ষার সময় নকলবাজীর সহযোগী হিসেবে সন্ত্রাসীদের কার্যক্রম যে আইন প্রয়োগকারীদের নাকের ডগাতেই চলে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতার ব্যাপারটি উপেক্ষণীয় নয়। দেশে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশের জন্যে এবং শিক্ষাঙ্গনগুলোকে সুস্থ রাখার জন্যে সন্ত্রাসীদেরকে এসব অবস্থান থেকে উৎখাত করতে হবে এ দাবি শুধু শিক্ষকদেরই নয়—সকলের।